# মানুষকে ভালবাসুন

– পারভীন কিবরিয়া

আমি একজন বাংগালী। দেশ ছেড়েছি সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায়, কিন্তু কোথায় সে সোনার হরিণ? দেশে থাকাকালীন ভেবেছি কতইনা দুঃখে আছি, যখন দেখছি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের যোগাড়ে হিমসিম খেতে হয় প্রতিনিয়ত।

তাই বলে আপনি কি বিদেশে পায়ের উপর পা তুলে খাচ্ছেন? কখনো না, যেখানেই থাকুন কাজ করে খেতে হবে, এটাই মানুষের নিয়তি। শুনেছি বিদেশে অনেক বাংলাদেশী নিজেকে ইন্ডিয়ান বলে চালিয়ে দেন। কেননা কর্ম ক্ষেত্রে নানারকম সমস্যায় পদদলিত হয় মনোবাসনা। এখানে আমরা প্রত্যেকেই অক্লান্ত লড়াই করে চলেছি। সবার একই গন্তব্যস্থল । কেউ ছুটছেন টাকার পিছনে, কেউ ভাবছেন আমি নিশ্চয়ই অন্যের চেয়ে বেশী গুনী, কেউবা সুন্দরের অহমিকায় ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন, কারও মতে আমার বয়স কম তাই বর্ষীয়ানদের সাথে মিলবে কেন? আর যারা পরিনত বুদ্ধির তাঁরা ভাবেন যতটুকু দিবো বিনিময়ে ততটুকু পাবো কি? হায়রে! এটাই কি শিক্ষিত সমাজের পরিচয়? পৃথিবী যদি একজন মানুষকে দিয়ে চলতো তাহলে বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করা হতোনা, 'মা' যদি বাবার কর্তব্য সম্পাদন করতে পারতেন তাহলে বাবার প্রয়োজন পড়তোনা। নিশ্চয়ই প্রতিটি মানুষকে সৃষ্টির পিছনে কোন অর্থ রয়েছে । তাই মহাপুরুষেরা বলেছেন– 'জন্ম হউক যথা তথা কর্ম হউক ভালো'। বাংলাদেশ একটি গরীব দেশ। এরকারন অনেক। ক্ষুদ্র ভূখন্ড, জনসংখ্যার হার বেশী ফলে খাদ্যাভাব, বাসস্থান সমস্যা আমাদের নিত্যসঙ্গী এবং এর ফলশ্রুতি হিসাবে বিশ্বের দরবারে আমরা গরীব হিসাবে চিহ্নিত হয়েছি। এখন আমার প্রশ্ন গরীব কোথায় নেই?

আপনার কোটি টাকা আছে, মনে শান্তি নেই কিংবা আপনার কোন শারীরিক সমস্যা আছে। তাহলে কি আপনাকে সুখী বলা যাবে? টাকা দিয়ে মানুষকে বিচার না করে, মান দিয়ে বিচার করুন। আপনার টাকা আছে আমার নেই তাবলে কি আপনি আমাকে কিনে নিতে পারবেন? না। ক্রীতদাস প্রথা ইসলামের দৃষ্টিতে রহিত হয়েছে। ফলে আমরা কেহ কারও কেনা হয়ে জন্ম নিইনা।

পূর্ব বাংলার লক্ষ মায়ের লক্ষ ছেলের প্রানের বিনিময়ে জন্মানো বাংলাদেশের মানুষ আমরা অতি সহজেই বলতে পারি ওমুকের ছেলে চোর আমার ছেলে নয়। তাই বলে আমার ছেলে যে চোর হবেনা তার নিশ্চয়তা কোথায়? দিবারাত্রি আমরা ছুটে চলেছি অতি স্বার্থপরতার দিকে যার দরুন নিজের ছেলেমেয়েকে ও তাদের জন্মগত অধিকার থেকে বন্চিত করতে হচ্ছে, আমাদের বাসনা আরও চাই আরও চাই।

শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে পরিবেশের দান অতুলনীয়। চারিদিকে তাকিয়ে দেখুন কিভাবে পুঁজিপতিরা দোকান সাজিয়ে মানুষকে প্রলুব্ধ করছেন। পরিনামে সাধারন মানুষ অকালে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। আর তাদের অর্থে দোকানীরা আরও বেশী অর্থশালী হচ্ছেন, এটাই যদি সত্য সমাজ হয় তাহলে অচিরেই মানুষ অন্ধকারে হারিয়ে যাবে। তাই আসুন, মেরুদন্ড খাড়া করুন। মানুষ হয়ে জন্মেছেন মনুষ হয়ে মরতে চেষ্টা করুন। সত্যকে জানুন এবং গ্রহন করুন।

Published before in the Australian Bangladesh Society Bangladesh Bulletin